কুশন পুতুল
ও
ফুল তৈরি

গণসাক্ষরতা অভিযান

দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা ১২০৭

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১৩

উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা পরিচালনা
প্রাথমিক সম্পাদনা ও সমন্বয়
তপন কুমার দাশ
আবু রেজা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
কামরুন নাহার

অক্ষর বিন্যাস
মোকছেদুর রহমান জুয়েল

মুদ্রণ
দি ঢাকা প্রিন্টার্স

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে প্রকাশিত।

কুশন পুতুল ও ফুল তৈরি

উপকরণ উন্নয়ন

ফরিদা ইয়াসমিন, লাইব্রেরিয়ান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

নাছিমা শাহীন, প্রশিক্ষক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

মোছাঃ হাছনা বানু, সেক্টর স্পেশালিস্ট, ব্র্যাক

মোঃ মনিরুল ইসলাম, রেডিও মহানন্দা

মোঃ নাসির উদ্দিন, প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট, সিএমইএস

মেহেদী হাসান, প্রডিউসার ও রিপোর্টার, রেডিও পদ্মা

মোঃ আব্দুর রউফ, সিনিয়র সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা, জিবিকে

মোহাম্মদ ইউনুচ, প্রশিক্ষক, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার

কারিগরি সম্পাদনা

শামিনা শারমিন

এসিস্ট্যান্ট চিফ ডিজাইনার, বিসিক

ভাষা সম্পাদনা

ড. সরকার আব্দুল মান্নান

প্রধান সম্পাদক, এনসিটিবি

জেন্ডার সংবেদনশীলতা পর্যালোচনা

ফওজিয়া খোন্দকার

জেন্ডার এডভাইজার, পিআরপি, ইউএনডিপি

গণসাক্ষরতা অভিযান

সূচিপত্র

- কুশন তৈরি ৩
- পুতুল তৈরি ৮
- ফুল তৈরি ১২
- বাজারজাতকরণ ও সাবধানতা ১৬

কুশন তৈরি

শহরে নানা ধরনের কাপড়ের কুশনের ব্যবহার বেড়েছে। সোফা, খাট, দোলনা, গাড়ি ইত্যাদি সাজানোর জন্য মানুষ কুশন ব্যবহার করেন।

অনেকেই কাপড় দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি ও রঙের কুশন তৈরি করেন। হাতে তৈরি এসব কুশন বিক্রি করে তারা ভালো আয় করেন। ইচ্ছে করলে নারী-পুরুষ উভয়ে কুশন তৈরি ও বিক্রি করে স্বাবলম্বী হতে পারেন।

কুশন তৈরি করতে যা যা লাগবে

কাপড়ের কুশন তৈরি করতে দুই ধরনের উপকরণ দরকার হয়। যেমন :
১. স্থায়ী উপকরণ এবং ২. অস্থায়ী উপকরণ।

স্থায়ী উপকরণ

কোনো কাজের শুরুতে দরকারি কেশ কিছু উপকরণ কিনতে হয়, যার সাহায্যে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা যায়। এসব উপকরণ অনেক দিন ব্যবহার করা যায়। তাই এগুলোকে স্থায়ী উপকরণ বলে। স্থায়ী উপকরণ কিনতে প্রথমে খরচ একটু বেশি হয়। এখন আমরা জানব কুশন তৈরিতে কী কী স্থায়ী উপকরণ দরকার এবং এসব উপকরণ কোথায় পাওয়া যায়।

স্থায়ী উপকরণ	কোথায় পাওয়া যায়
সেলাই মেশিন	সিঙ্গার বা বাটারফ্লাই শোরুমে।
কাঁচি	সুতা, বোতামের দোকানে বা মুদির দোকানে।
গজ ফিতা	সুতা, বোতামের দোকানে বা মুদির দোকানে।
স্কেল	সুতা, বোতামের দোকানে বা মুদির দোকানে।

অস্থায়ী উপকরণ যা যা লাগবে

যে সব উপকরণ দরকার মতো কেনা যায়, তাই অস্থায়ী উপকরণ। কুশন তৈরিতে অস্থায়ী উপকরণ খুব জরুরি। এ সকল উপকরণ একসঙ্গে অনেক না কিনে চাহিদামতো কেনাই ভালো। এখন আমরা জানব কুশন তৈরিতে কী কী অস্থায়ী উপকরণ দরকার এবং এ সকল উপকরণ কোথায় পাওয়া যায়।

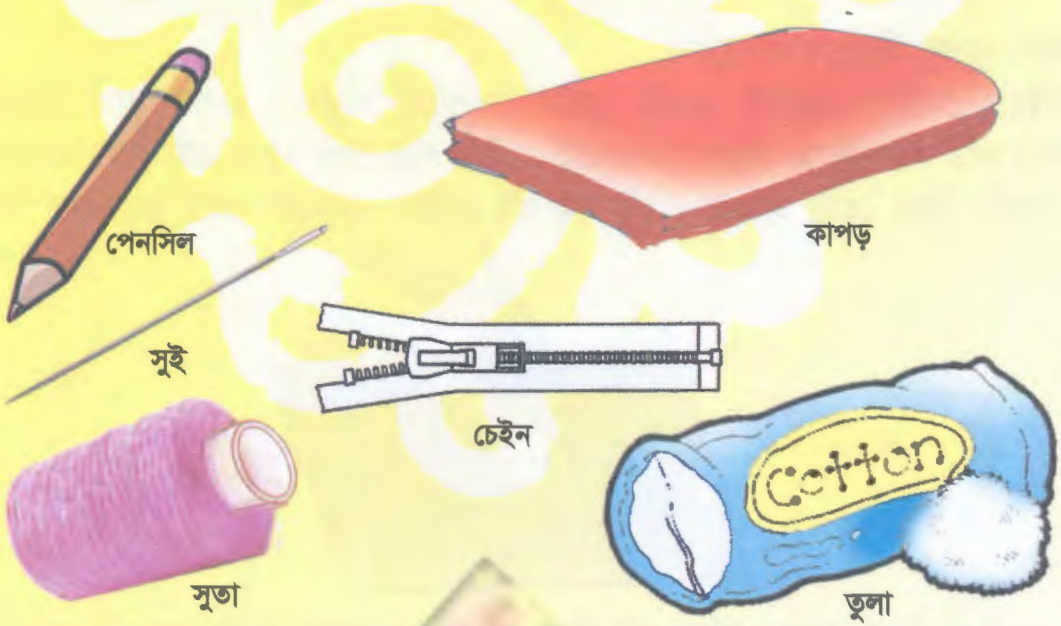

অস্থায়ী উপকরণ	কোথায় পাওয়া যাবে
কাপড়	থান কাপড়ের দোকানে
সুই	মনিহারি দোকানে
সুতা	মনিহারি দোকানে
তুলা	মনিহারি দোকানে
পেনসিল	মনিহারি দোকানে
চেইন	মনিহারি দোকানে
ব্রাউন পেপার	লাইব্রেরি বা কাগজের দোকানে
লেইস	লেইস বা মনিহারি দোকানে
ব্লক করার রং	ব্লক, রং বা মনিহারি দোকানে

লাভ কুশন তৈরি

খাট, গাড়ি, দোলনা ও সোফায় সাজানোর জন্য এ ধরনের কুশন ব্যবহার করা হয়। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এই কুশন বিভিন্ন আকার ও রঙের তৈরি করা যায়। এখন আমরা জানব কীভাবে কাপড় দিয়ে লাভ কুশন বানানো যায়।

লাভ কুশন কীভাবে বানাবেন

বইয়ে দেওয়া নমুনাটি একটি ব্রাউন পেপারে আঁকুন। এবার দাগ অনুযায়ী কাগজটি কাঁচি দিয়ে কাটুন। কাগজটি কাটার পর দেখা যাবে এটি লাভ আকৃতির একটি নমুনা তৈরি হয়েছে। এই নমুনাটি চাহিদা অনুযায়ী ছোট বড় করে নিতে পারেন।

এবার ৮ গিরা কাপড় নিয়ে দুই ভাঁজ করুন। কাগজে কাটা নমুনাটি কাপড়ের উপর রাখুন। পেনসিল দিয়ে কাপড়ে লাভ নমুনাটি আঁকুন। আঁকা শেষ হলে নমুনাটি সরিয়ে নিন।

এবার কাপড়ে পেনসিলের দেওয়া দাগের দেড় ইঞ্চি দূরে কাপড়টি সুন্দর করে কাটুন।

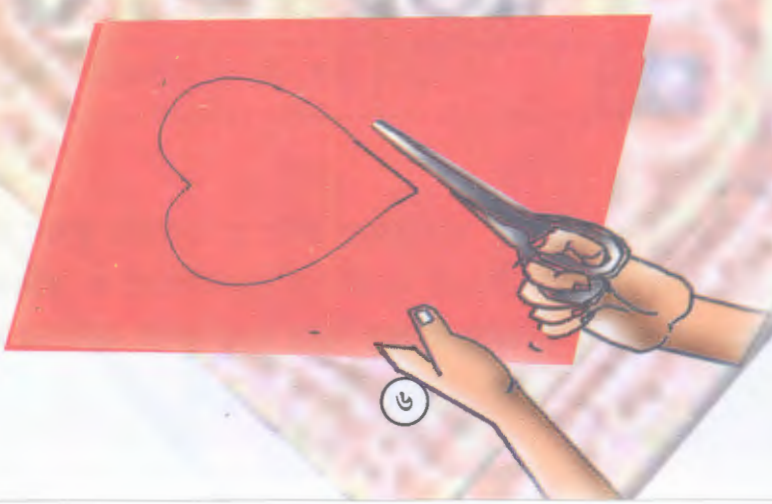

কাটা কাপড়ের চারপাশের এক ইঞ্চি বাদ দিয়ে মেশিনে সেলাই করে জোড়া দিন। লাভ-এর ডান বা বামদিকের যে কোনো এক জায়গায় দুই ইঞ্চি বাদ দিয়ে সেলাই করুন। সেলাই শেষ হলে আধা ইঞ্চি দূর থেকে কেটে নিন।

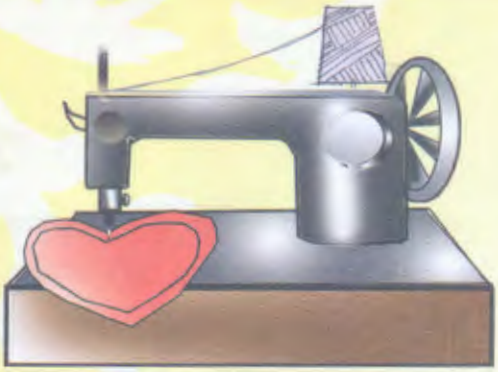

এবার কাপড়টি উলটিয়ে সোজা করে নিন। এতে সেলাইয়ের অংশটি ভিতরে চলে যাবে। লাভ আকৃতির উপর ও নিচের কোনা ঠিক করে নিন। এরপর ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভিতরে তুলা ভরুন। তুলা ভরা সম্পূর্ণ হলে সুই-সুতা দিয়ে হেম সেলাই করুন। এভাবে তৈরি হবে একটি লাভ কুশন।

কুশনে ব্লক বা সুই-সুতা দিয়ে নকশা করা যায়। চারধারে লেইস লাগানো যায়। আবার কুশনের কভারও বানাতে পারেন। কভারে কুশন ভরে আটকে রাখার জন্য চেইন লাগাতে হবে। কভারের চারধারে লেইস লাগালে দেখতে সুন্দর লাগে। কভারেও ব্লক বা সুই-সুতা দিয়ে নকশা করতে পারেন।

এরকমভাবে কাপড় ও তুলা দিয়ে চারকোনা, তিনকোনা, গোল ইত্যাদি নানা ধরনের কুশন বানানো যায়। আবার মরিচ, গাজর, টমেটো, মাছ ইত্যাদির আকৃতিতেও কুশন তৈরি করা যায়।

পুতুল তৈরি

পুতুল আমাদের দেশের শিশুদের একটি প্রিয় খেলনা। মানুষ ঘর সাজানোর জন্যও পুতুল ব্যবহার করে। কম পুঁজিতে খুব সহজেই তৈরি করা যায় পুতুল। হাতে তৈরি পুতুল বিক্রি করে ভালো আয় করা যায়। ইচ্ছে করলে নারী-পুরুষ উভয়ে পুতুল তৈরি ও বিক্রি করে স্বাবলম্বী হতে পারেন।

উপকরণ

পুতুল তৈরি করতে যে সব উপকরণ লাগে তা হলো :

- সাদা কাপড়/রঙিন কাপড়
- পেনসিল
- সুই
- সুতা
- রং (ফেভরিক পেইন্ট)
- তুলি (১ নং তুলি)
- বাঁশের শক্ত কাঠি/স্ক্রুড্রাইভার
- তুলা/টুকরো কাপড়
- কাঁচি
- চুলের জন্য কালো সুতা

উপকরণ কোথায় পাব

আমরা এবার জানব এসব উপকরণ কোথায় পাব :

- দর্জি/কাপড়ের দোকানে;
- সুই, সুতা, বোতাম ইত্যাদির দোকানে;
- মনিহারি দোকানে।

কীভাবে পুতুল তৈরি করবেন

- ১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৬ ইঞ্চি প্রস্থের এক টুকরো সাদা কিংবা রঙিন কাপড় অর্ধেক করে ভাঁজ করতে হবে।

- মোটা কাগজের উপর পুতুলের নমুনা এঁকে কেটে নিতে হবে এবং তা কাপড়ের উপরে রেখে এঁকে নিতে হবে।

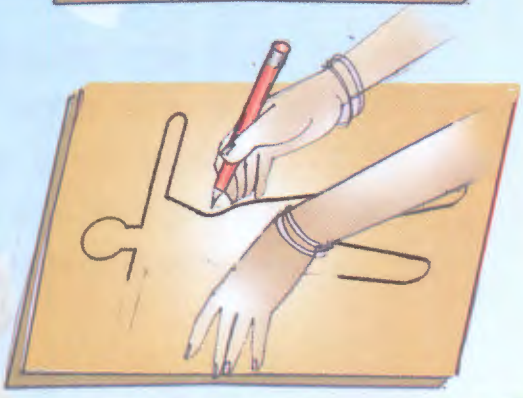

- এরপর ভাঁজ করা কাপড়টিতে পেনসিল দিয়ে এঁকে পুতুলের রূপ দিতে হবে। চিত্র দেখে অনুরূপভাবে এঁকে নিন।

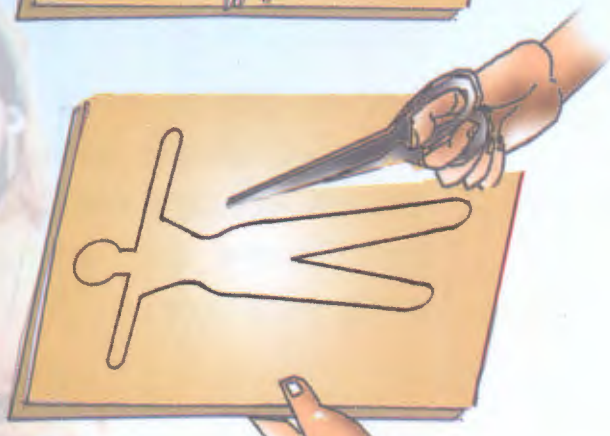

- এরপর অঙ্কিত চিত্র অনুযায়ী কাঁচি দিয়ে কাপড়টি কেটে নিন। দাগ দেওয়া অংশ থেকে আধা ইঞ্চি দূর দিয়ে কাটতে হবে।

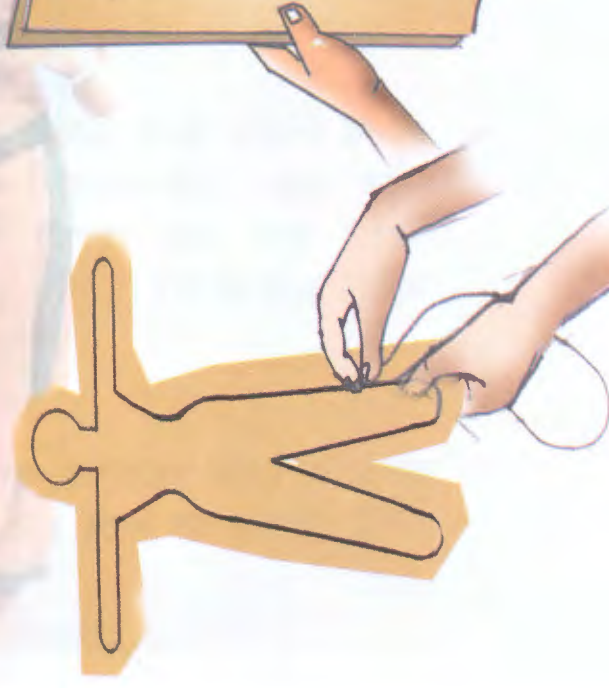

- পেনসিল দিয়ে দাগ দেওয়া জায়গা সুই-সুতা দিয়ে সেলাই করতে হবে।

- কাপড়টি উলটিয়ে নিতে হবে। এতে করে সেলাইয়ের অংশটি ভিতরের দিকে চলে যাবে ।

- উলটিয়ে সোজা করে নেওয়ার পর পিঠের অংশের খোলা জায়গা দিয়ে তুলা অথবা টুকরো কাপড় ভরতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতিটি অংশ ভালোভাবে পূরণ হয়।

- তুলা বা টুকরো কাপড় প্রথমে মাথায়, দুই হাতে ও পায়ের দিকে ভরে শক্ত করে নিতে হবে। তারপর মাঝের অংশে তুলা বা টুকরো কাপড় ভরতে হবে।

- এরপর পিঠের অংশ সেলাই করে দিতে হবে। এমনভাবে সেলাই করতে হবে যেন সেলাই করা অংশটি দেখা না যায়।

- কাপড় বা তুলো প্রবেশের পর তা একটি পুতুলের রূপ পাবে ।

- এরপর রং-তুলি দিয়ে পুতুলের চোখ, নাক, মুখ এঁকে দিতে হবে।

- মাথার পিছনের অংশে কালো কাপড় হাতে সেলাই করে নিতে হবে এবং সামনে কালো সুতা গোছা করে কেটে কপালের মাঝ বরাবর সুতা দিয়ে আটকে নিতে হবে।

- এরপর পুতুলটিকে একটি রঙিন কাপড় পরিয়ে তা সুতো দিয়ে আটকিয়ে দিতে হবে।

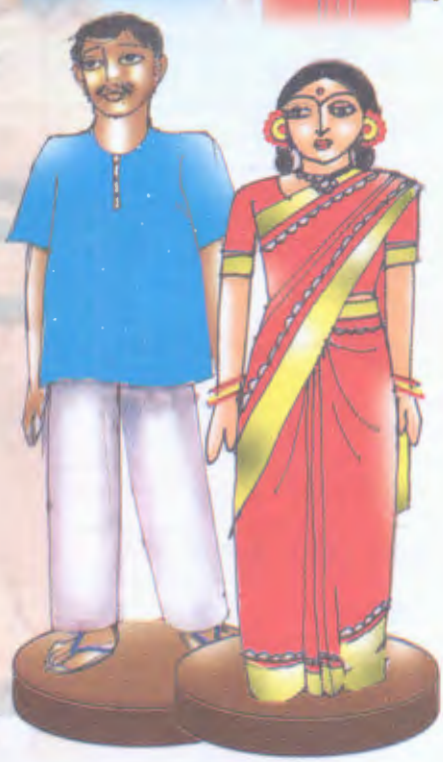

- তৈরি হয়ে গেল একটি পূর্ণাঙ্গ পুতুল।

এভাবে আপনি নানা রঙের কাপড় ব্যবহার করে নানা রকম পুতুল তৈরি করতে পারেন। তৈরি করতে পারেন শহুরে পোশাক পরা পুতুল, গ্রামীণ পোশাক পরা পুতুল, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন রকম পুতুল।

ফুল তৈরি

এটি সূর্যমুখী ফুল। এ ফুল বানাতে তেমন খরচ হয় না। ফুলটি বানানোর পদ্ধতি জানতে পারলে যে কেউ সহজেই এ ফুল বানাতে পারবেন এবং বাজারে বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করা সম্ভব হবে। নারী-পুরুষ উভয়ে এ কাজ করে স্বাবলম্বী হতে পারেন।

ফুল তৈরির উপকরণ

উপকরণের নাম	পরিমাণ	প্রাপ্তিস্থান
হলুদ কাপড়	আধা গজ	কাপড়ের দোকান
কালো কাপড়	১ গজ	কাপড়ের দোকান
সবুজ কাপড়	আধা গজ	কাপড়ের দোকান
লাল কাপড় (বৃত্তের জন্য)	পৌনে ১ গজ	কাপড়ের দোকান
আইকা	১টি	মনিহারি দোকান
তুলা	১ প্যাকেট	ওষুধের দোকান
কাঁচি	১টি	মনিহারি দোকান
বোর্ড (২৬″ x ২২″)	১ পিছ	মনিহারি দোকান
সাদা মোটা কাগজ	১ পিছ	বইয়ের দোকান
ভোমড়	১টি	হার্ডওয়ার-এর দোকান
পেনসিল	১টি	বইয়ের দোকান

ওয়াল সেটিং সূর্যমুখী ফুল তৈরির নির্দেশনা

সূর্যমুখী ফুল তৈরির জন্য সব সময় হলুদ রংয়ের সার্টিন কাপড় ব্যবহার করতে হবে। পাতা ও ডালের জন্য সবুজ কাপড় ব্যবহার করতে হবে। বৃত্ত তৈরির জন্য লাল কাপড় ব্যবহার করতে হবে।

সূর্যমুখী ফুল তৈরির পদ্ধতি

ধাপ ১ : দৈর্ঘ্যে ২৬ ইঞ্চি ও প্রস্থে ২২ ইঞ্চি মাপের একটি বোর্ড নিই। বোর্ডটির উপরের অংশ এবং পিছনের চারদিকে দুই ইঞ্চি পর্যন্ত কালো কাপড় দিয়ে শক্ত করে আইকার সাহায্যে মুড়ে নিতে হবে।

ধাপ ২ : বোর্ডটি দেয়ালে ঝোলানোর জন্য ভোমড় দিয়ে উপরের দিকে এক পাশে রশি বা তার বাঁধার জন্য দুইটি ছিদ্র করে নিতে হবে।

ধাপ ৩ : সাদা ফর্মার কাগজে পেনসিল দিয়ে একটি সূর্যমুখী ফুল এঁকে কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সূর্যমুখী ফুল সব সময় বড় পাপড়ি থেকে অন্তত তিন ধাপে ক্রমশ ছোট হয়ে আসে।

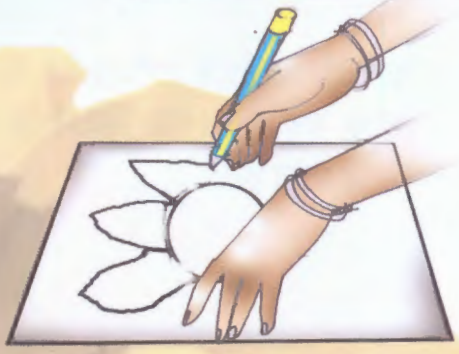

ধাপ ৪ : সাদা ফর্মাটি হলুদ কাপড়ের উপর ফেলে ৩টি ফুল কেটে নিতে হবে। এ ফুল ছোট-বড় করা যাবে।

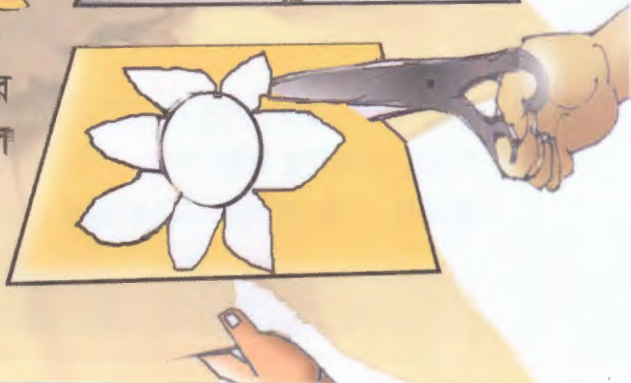

ধাপ ৫ : সাদা ফর্মার কাগজে একটি পাতা এঁকে ফর্মা কেটে নিতে হবে। তারপর ফর্মা কাপড়ে রেখে চারটি পাতা কেটে নিতে হবে।

ধাপ ৬ : প্লায়ার্স দিয়ে তিনটি ফুলের জন্য তিনটি এবং পাতার জন্য চারটি তার কেটে নিতে হবে। বড় তারটি ২০ ইঞ্চি লম্বা, দুইটি ১৬ ইঞ্চি এবং পাতার জন্য ১২ ইঞ্চি মাপে আর কাটতে হবে।

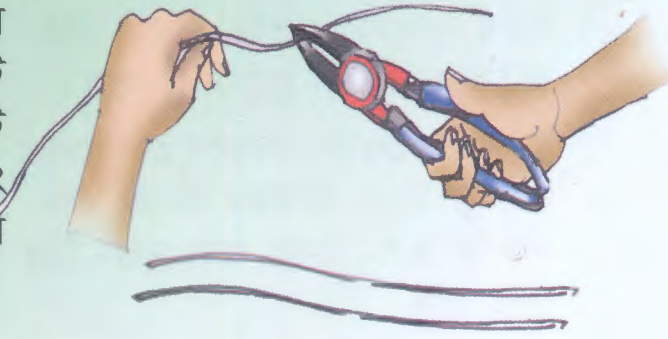

ধাপ ৭ : তারে পেঁচানোর জন্য কাঁচি দিয়ে সবুজ কাপড় চিকন করে কেটে নিতে হবে।

ধাপ ৮ : কাটা সবুজ কাপড় আইকার সাহায্যে তারে শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়ে পাতার সঙ্গে লাগিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ৯ : বোর্ডটিতে ফুল ও পাতা আইকা দিয়ে লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন আইকা কালো কাপড়ের উপর না লাগে। প্রথম ফুলটি বোর্ডের দুই ইঞ্চি নিচ থেকে ঠিক মাঝখানে আইকা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে।

ধাপ ১০ : প্রথম ফুলটির তিন ইঞ্চি নিচে দুইপাশে দুইটি পাতা আইকা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে।

ধাপ ১১ : প্রথম পাতা দুইটির দুই ইঞ্চি নিচে আবার দুইটি ফুল দুইপাশে আইকা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে।

ধাপ ১২ : সবশেষে বাকি দুইটি পাতা দুইটি ফুলের দুই ইঞ্চি নিচে আইকা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। তাহলে একটি পূর্ণাঙ্গ ফুল হবে।

এভাবে তৈরি হলো একটি ওয়াল সেটিং সূর্যমুখী ফুল। অন্য যে কোনো সাইজের যে কোনো ফুল এভাবে তৈরি করা যাবে।

বাজারজাতকরণ ও সাবধানতা

প্যাকেট করা

কুশন, ফুল ও পুতুল বাজারজাত করার জন্য স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে প্যাকেট করতে হবে। প্যাকেটে রাখার ফলে কুশন, ফুল ও পুতুল পরিষ্কার থাকবে এবং অনেক দিন ভালো রাখা যাবে।

বাজারজাত করা

শহর এলাকায় এসব সৌখিন জিনিসের চাহিদা বেশি। শহরে কুশন, ফুল, পুতুল বিক্রি হয় এমন দোকানে নমুনা নিয়ে যান। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে চাহিদা জেনে নিন। চাহিদামতো কুশন, ফুল ও পুতুল তৈরি করে সরবরাহ করুন। এসব বাজারে বিক্রি করে ভালো আয় করতে পারেন। নারী-পুরুষ উভয়ে এ কাজ করতে পারেন।

যে সব বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে

- কুশন, পুতুল ও ফুল তৈরির জন্য ভালো মানের উপকরণ কিনতে হবে।
- পুতুল, ফুল ও কুশনের নমুনা নিখুঁতভাবে কাটতে হবে এবং রঙ ও নকশা আকর্ষণীয় হতে হবে।
- আকৃতি, সেলাই ও মোড়ক আকর্ষণীয় হতে হবে।
- কুশন, পুতুল ও ফুল তৈরির পর একটু রোদে দিয়ে প্যাকেট করতে হবে।

এ ব্যবসার সুবিধা

- ঘরে বসে কাজের ফাঁকে তৈরি করা যায়।
- নারী-পুরুষ উভয়ে বাড়িতে বসে কাজটি করতে পারেন।
- কম পুঁজিতে কাজটি করা যায়।

উপকরণ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণীত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ ও অন্যান্য দলিলপত্রে আমাদের দেশের কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। এ জন্য নব্যসাক্ষর ও সীমিত লেখাপড়া জানা মানুষের অব্যাহত শিক্ষা চর্চার পাশাপাশি দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ গ্রহণ। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ দক্ষ ও সফল জনসম্পদে পরিণত হতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নব্যসাক্ষরদের অব্যাহত শিক্ষা চর্চা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন তাদের উপযোগী নতুন নতুন বই। এ চাহিদা বিবেচনা করেই উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান নতুন নতুন বিষয়ে দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় কবুতর পালন, কুশন-পুতুল ও ফুল তৈরি, ফটোকপি মেশিন চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, কেক-বিস্কুট ও পাউরুটি তৈরি, পাইপ ফিটিংস, দই-মিষ্টি ও ঘি তৈরি বিষয়ে ছয়টি নির্দিষ্ট দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ প্রকাশিত হলো। এ ছয়টি উপকরণের মাধ্যমে সাক্ষরতা কোর্স সমাপনকারী ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পাঠ-অভ্যাস তৈরির পাশাপাশি তারা দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজন ও পরিচালনাসহ উপকরণ উন্নয়নের সকল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এসব উপকরণ পড়ে ও ব্যবহার করে পাঠক উপকৃত হলে আমাদের চেষ্টা সফল হবে।

আসুন, নিয়মিত বই পড়ি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে নিজে স্বাবলম্বী হই। সকলে মিলে সাক্ষর ও স্বনির্ভর দেশ গড়ে তুলি।

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক